দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

সিলেট জেলা ছাত্রলীগে স্থান পেয়েছে ছাত্রদল শিবিরকর্মী

বিরোধ তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ॥ জেলা ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। গত ৪ ডিসেম্বর জেলা ছাত্রলীগের কমিটি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর থেকে কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে একটি পক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি নিজাম উদ্দিন নেতৃত্বাধীন ওই পক্ষটি সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট, উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ মিছিল, এমনকি মহানগরীতে ঝাড়ু মিছিলও করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সিলেট জেলা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে শিবির নেতা, ছাত্রদল নেতা, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, নেশাখোর, ছিনতাইকারী, নারী নির্যাতনকারী, অশিক্ষিত, বিবাহিত ও সন্তানের জনক, অর্থ আত্মসাৎকারীরা পদ পেয়েছে। কমিটি প্রত্যাখ্যানকারীরা সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে স্থানপ্রাপ্ত ২৪ নেতার নাম উল্লেখ করে অভিযোগ তুলেছেন। প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে খোদ কমিটিতে স্থান পেয়েছে এমন নেতারাও রয়েছেন। তারা হচ্ছেন সিনিয়র সহসভাপতি নিজাম উদ্দিন, সহসভাপতি হোসাইন আহমদ চৌধুরী, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মওদুদ আহমদ আকাশ, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক বিপ্লব কান্তি দাস, গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক কনক পাল অরূপ, আইন সম্পাদক টিপু রঞ্জন দাস, উপ ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক বখতিয়ার আকরাম চৌধুরী অনিক, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সাদিকুর রহমান প্রমুখ। এছাড়া তাদের অনুসারী একটি অংশও রয়েছে। প্রত্যাখ্যানকারীরা বলছেন, জেলা ছাত্রলীগের অর্থ সম্পাদক হোজায়েল আহমদ বাপ্পী মদন মোহন কলেজের সাবেক প্রচার সম্পাদক ছিলেন। তিনি একাধিক মামলার আসামি ও তার বাবা জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত; সহসভাপতি সুলেমান হোসেন চৌধুরী অছাত্র, বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক; সহসভাপতি অনিরুদ্ধ মজুমদার পলাশ নারী নির্যাতন মামলায় কারাভোগকারী; সহসভাপতি ইমরান চৌধুরী অছাত্র ও ব্যবসায়ী; সহসভাপতি সোহেল আহমদ মুন্না অর্থ আত্মসাতকারী ও আদম ব্যবসায়ী; সহসভাপতি মোঃ হুয়েফ আহমদ অশিক্ষিত, ছাত্রদল থেকে অনুপ্রবেশকারী, অস্ত্রবাজ ও শাহপরান থানায় একাধিক মামলার আসামি; সহসভাপতি সাইফুর রহমান অশিক্ষিত; সহসভাপতি সাহেদ আহমদ অছাত্র ও দর্জি ব্যবসায়ী; সহসভাপতি আলী হোসেন অশিক্ষিত, অর্থ আত্মসাতকারী ও একাধিক অপরাধে অপরাধী; যুগ্ম সম্পাদক শাহুর আহমদ জনি শাহপরান থানায় রিকু বড়ুয়া হত্যা মামলার আসামি; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের খান সাবেক ছাত্রদল নেতা; সমাজসেবা সম্পাদক জাকারিয়া মাহমুদ রহমান অশিক্ষিত, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও একাধিক মামলার আসামি; দফতর সম্পাদক আদিরাজ উজ্জ্বল (মুহিবুর রহমান উজ্জ্বল) ৮ম শ্রেণীতে থাকাকালীন যৌন হয়রানির দায়ে বহিষ্কৃত, সহসম্পাদক মারুফুল হাসান বিবাহিত ও সন্তানের জনক। জেলা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক সৌরভ আহমদ তালুকদার যুক্তরাজ্য সফরকালে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলাকারী ও সাবেক ছাত্রদল নেতা; প্রচার সম্পাদক নিলয় কিশোর ধর জয় অশিক্ষিত, মির্জাজঙ্গল এলাকার চিহ্নিত অপরাধী ও নেশাখোর; সহসম্পাদক হাবিব আহমদ সাবেক ছাত্রদল নেতা, অশিক্ষিত ও নন্দিতা সিনেমা হলের দালাল; উপ-গণযোগাযোগ সম্পাদক আবদুল রাহী রিফাত ছাত্রদল থেকে অনুপ্রবেশকারী; উপ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক তানভীর হোসেন বিবাহিত, অশিক্ষিত ও ছিনতাইকারী; সহসম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান অশিক্ষিত; উপ-পাঠাগার সম্পাদক মুহিবুর রহমান মুহিব ছাত্রদল থেকে অনুপ্রবেশকারী, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ সানী ছাত্রদল থেকে অনুপ্রবেশকারী, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক একেএম চৌধুরী জাবেদ অছাত্র ও শিবির থেকে অনুপ্রবেশকারী; সাংগঠনিক সম্পাদক কামরান হোসেন খান ট্রাভেলস ব্যবসায়ী।